

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক বিচারালয়
(International Court of Justice of The United Nations)

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

গঠন :

ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের একটি আলাদা সংবিধান আছে। এই সংবিধান 'সংবিধি' নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধির ৩নং ধারা অনুযায়ী ১৫ জন বিচারপতি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠন করা হয়। একটি রাষ্ট্র থেকে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। সাধারণ সভা এবং নিরাপত্তা পরিষদে আলাদা আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত ভোটে যেসব প্রার্থী অধিক সংখ্যক ভোট পান, তাঁরা বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন। বিচারপতিগণ ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং প্রতি ৩ বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি বিচারপতি নির্বাচনে 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। বিচারপতি নির্বাচনে ভৌগোলিক বণ্টন নীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। বিচারপতিরা পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন। কোনো বিচারপতি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগ করতে পারেন। অন্তত ৯ জন বিচারপতি উপস্থিত থাকলে বিচারের কাজ চলতে পারে বা 'কোরাম' হয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়তে ১ জন সভাপতি ও ১ জন সহ-সভাপতিকে নির্বাচন করা হয়। এদের ৩ বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়তে একজন রেজিস্ট্রার, একজন সরকারী রেজিস্ট্রার ও প্রয়োজনমতো কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। রেজিস্ট্রার এবং সহকারী রেজিস্ট্রারকে ৭ বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কার্যাবলীকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

- (১) স্বেচ্ছামূলক (Voluntary)
- (২) আবশ্যিক (Compulsory)
- (৩) পরামর্শদানমূলক (Advisory)

স্বেচ্ছামূলক (Voluntary) : আন্তর্জাতিক আদালতের স্বেচ্ছামূলক এলাকা আছে। এই এলাকা অনুযায়ী আদালত বিবদমান পক্ষগুলির সম্মতি অনুসারে বিচারের দায়িত্ব

গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক আদালত একাধিক রায়ের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, বিবদমান পক্ষের সম্মতিতেই আদালতের বিচারসম্মত ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক আদালত এ পর্যন্ত তার এলাকা সম্বন্ধে সংযত মনোভাব প্রকাশ করেছে। বিবদমান পক্ষগুলির স্পষ্ট সম্মতি ছাড়া আন্তর্জাতিক আদালত কোন ক্ষেত্রেই বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

আবশ্যিক (Compulsory) : Statu-এর ৩৬ নং ধারা অনুসারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সদস্যরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালতের আবশ্যিক একালায় বিচার প্রার্থনা করতে পারে। বিষয়গুলি হল—

- * চুক্তির ব্যাখ্যা,
- * আন্তর্জাতিক আইনের কোন প্রশ্ন,
- * আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব
- * আন্তর্জাতিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করার জন্য ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

পরামর্শদানমূলক (Advisory) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার পরামর্শদাতা হিসাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি কোন আইনগত সমস্যা দেখা দেয় তাহলে সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অন্যান্য সংস্থাও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। তবে এই পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

মূল্যায়ন :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বিচারালয় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিচারালয়ের বিভিন্ন এলাকার কোনো কার্যকরী মূল্য নেই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন সার্বভৌম সংস্থা না হওয়ায় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করা যায় না। এই বিচারালয়ের রায় বিবদমান রাষ্ট্রগুলি উপেক্ষা করলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। তবে এই সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বিচারালয় যে একেবারে ব্যর্থ তা বলা যায় না। বিভিন্ন বিরোধ নিরসনে আন্তর্জাতিক বিচারালয় সাফল্যের নজির রাখতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, কাম্পুচিয়া ও থাইল্যান্ডের মধ্যে মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিরোধ মীমাংসা, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে কতগুলি দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে বিরোধ মীমাংসা, সাধারণ সভাকে নতুন সদস্য গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ দান, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার মর্যাদার প্রশ্নে এবং

তত্ত্বাবধায়ক শক্তি হিসাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার দায়িত্ব সম্পর্কে মতামত দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় সাফল্যের ছবি এঁকেছে। বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তিশ্বর রাষ্ট্রগুলি এই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনে যেখানে সাধারণ সভা বা নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশ্ব রাজনীতির এবং বিচার করার ক্ষেত্রে বিচারকদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার কথা বিবেচনা করা অবশ্যই দরকার।

Political Science (GE), SEM - II

**কর্মদপ্তর এবং মহাসচিব
(Secretariat and The Secretary General)**

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

সচিবালয় রাষ্ট্র সংঘের একটি প্রধান বিভাগরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সচিবালয় ১ জন মহাসচিব, ৮ জন সহসচিব নিয়ে গঠিত হয়। সচিবালয়ের অধীনে ৮ টি প্রধান বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগের প্রধান হলেন এক জন সহকারী সচিব। এই বিভাগগুলি হল— নিরাপত্তা পরিষদ সংক্রান্ত দপ্তর, অর্থনৈতিক দপ্তর, সামাজিক দপ্তর, অছি সংক্রান্ত দপ্তর, জনতথ্য দপ্তর, সম্মেলন ও সাধারণ সেবা, প্রশাসনিক ও আর্থিক সেবা এবং আইন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যমনি এবং প্রাণকেন্দ্র হলেন মহাসচিব। সনদের ৯৭ নং ধারা অনুসারে মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নিযুক্ত হন। মহাসচিবকে নির্বাচন করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্যসহ অন্তত ৯ সদস্যের সম্মতি সূচক ভোটে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। এই সুরাপিণ সাধারণ সভা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সমর্থন করলে মহাসচিব নিযুক্ত হন।

জাতিপুঞ্জের সনদে মহাসচিবের কার্যকাল সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। ১৯৪৬ সালে সাধারণ সভা স্থির করে যে সহসচিব ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। তবে সাধারণ সভা ইচ্ছা করলে তাকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য পুনর্নির্বাচিত করা হয়।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব যে সব কার্যাবলী সম্পাদন করেন সেগুলি হল—

সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলী : রাষ্ট্রসংঘের প্রধান প্রশাসকরূপে মহাসচিব বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী তদারক করেন ও তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির কার্যের তত্ত্বাবধান করেন। তিনি রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের সংযোগ রক্ষা করেন।

টেকনিক্যাল কার্যাবলী : মহাসচিবের টেকনিক্যাল কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আইনগত বিষয়ে রেকর্ড রাখা ও রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সমীক্ষা করা। মহাসচিব রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন ও টেকনিক্যাল ব্যাপারে পরামর্শ দেন।

আর্থিক দায়িত্ব : মহাসচিবকে আর্থিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। তিনি বিভিন্ন বিভাগের জন্য ব্যয় বরাদ্দও স্থির করেন, সদস্য রাষ্ট্রদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন ও রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত বিভাগ ও বিশেষ সংস্থার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন। সাধারণ সভার কাছে তিনি রাষ্ট্রসংঘের বাজেট পেশ করেন।

সচিবালয়ের সংগঠন ও প্রশাসন : রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ও সচিবালয়ের সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ প্রশাসন তদারক করেন। তিনি সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিয়োগ করেন এবং তাদের কাজকর্মের প্রতি নজর রাখেন।

প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী : মহাসচিব কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক কার্য সম্পাদন করেন। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের সঙ্গে, সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র ও অন্যান্য আন্তঃসরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে মহাসচিব রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন।

রাজনৈতিক কার্যাবলী : মহাসচিব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রতিটি বিভাগের আলোচ্যসূচী প্রণয়ন করেন ও সাধারণ সভা ও অছি পরিষদের আলোচ্যসূচীতে যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। তিনি সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অছি পরিষদ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আলোচ্য বিষয়ে যে কোন লিখিত বা মৌলিক বিবৃতি পেশ করতে পারেন এবং সাধারণ সভার কমিটিগুলির কাজকর্মের তদারকি করতে পারেন। তিনি হিংসা ও উত্তেজনা বন্ধ করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মহাসচিব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার অতন্ত্র প্রহরী হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সেই কথাই প্রমাণ করে।

বিস্তারিত পাঠের জন্য—

- * আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি— শক্তি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়
- * আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপরেখা— অনাদিকুমার মহাপাত্র